মো: মনিরুজ্জামান জনি

ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর লানত এবং আয়িশার ঘর থেকে ফিতনার উত্থান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর লানত এবং আয়িশার ঘর থেকে ফিতনার উত্থান

চার পুরুষ ও চার নারীর উপর অভিশাপ
ইতিহাস ও হাদিসের আলোকে

মূল বই থেকে সংকলিত একটি বিশেষ অধ্যায়

মূল বই:

"জান্নাতে যেতে হলে জানতে হবে
— সাইয়্যেদা ফাতিমা যাহরা (সা.):
নবুওয়াত ও ইমামাতের নিবন্ধন"

লেখক:
মো. মনিরুজ্জামান জনি

📖 বিনামূল্যে বিতরণযোগ্য সংস্করণ 📖

©বেলায়েত মিডিয়া ২০২৬

ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর লানত এবং আয়িশার ঘর থেকে ফিতনার উত্থান

লেখক: মো. মনিরুজ্জামান জনি

মূল বই সম্পর্কে:

বই: জান্নাতে যেতে হলে জানতে হবে — সাইয়্যেদা ফাতিমা যাহরা (সা.): নবুওয়াত ও ইমামাতের নিবন্ধন

মূল্য: ৫,০০০৳ (কালার- ১০,০০০৳)

পেমেন্ট নম্বর: ০১৭০৭০৭০৮৩৫ (বিকাশ/নগদ/SSLCommerz)

প্রকাশক: বেলায়েত মিডিয়া

তাহারা সেন্টার সম্পর্কে:

তাহারা সেন্টার একটি আত্মিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেখানে আত্মশুদ্ধি এবং ইমাম মাহদি (আ.)-এর সৈনিক হিসেবে প্রস্তুতির জন্য বিশেষ কোর্স -এ ভর্তি নেওয়া হয়।

কোর্স: "ইমাম মাহদি (আ.)-এর দৃষ্টিতে সফলতার পথ"

কোর্স ফি: ১০,০০০৳ (এন্ট্রি), ২,০০০৳ (মাসিক)

ক্লাস: সপ্তাহে ২ দিন

যোগাযোগ: ০১৭০৭০৭০৮৩৫

এই বইটি শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে বিতরণযোগ্য।
বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার নিষিদ্ধ।

সমর্পিত:
সাইয়্যেদা ফাতিমা যাহরা (সা.) এবং
আহলে বাইত (আ.)-এর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

মুখবন্ধ: সত্যের মুখোমুখি

ইসলামের ইতিহাসে এমন কিছু সত্য রয়েছে যা উচ্চারণ করতে গেলে হৃদয় কেঁপে ওঠে, কিন্তু নীরব থাকলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিভ্রান্তির অন্ধকারে হারিয়ে যায়। আজ আমরা এমনই একটি ঐতিহাসিক সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে আছি — এমন এক সত্য যা শিয়া হাদিসের সবচেয়ে বিশ্বস্ত গ্রন্থ আল-কাফি এবং তাহযীব আল-আহকামে সংরক্ষিত আছে, এবং যার প্রতিধ্বনি সুন্নি হাদিসের সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমেও শোনা যায়।

এই আলোচনাতে আমরা প্রমাণ করব যে ইমাম জাফর সাদিক (আ.) — যিনি নবী (সা.)-এর পঞ্চম প্রজন্মের বংশধর এবং আহলে বাইতের ষষ্ঠ ইমাম — প্রতিটি ফরজ নামাজের পর চার পুরুষ এবং চার নারীর উপর লানত (অভিশাপ) পাঠ করতেন। এবং এই চার নারীর মধ্যে প্রথম ছিলেন আয়িশা বিনতে আবু বকর — যাঁর ঘর সম্পর্কে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এখান থেকে ফিতনা (বিশৃঙ্খলা) বের হবে এবং শয়তানের শিং উত্থিত হবে।

প্রথম অংশ: ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর লানত — আল-কাফি ও তাহযীব আল-আহকামের সাক্ষ্য

আল-কাফি — শিয়াদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত হাদিস গ্রন্থ

আল-কাফি হলো শিয়া ইসলামের সবচেয়ে প্রামাণিক হাদিস সংকলন, যা শাইখ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব আল-কুলাইনি (মৃত্যু: ৩২৯ হিজরি) সংকলন করেছেন। এই গ্রন্থের খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪২-এ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে যেখানে ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর নিয়মিত আমল উল্লেখ করা হয়েছে।

আসুন আমরা মূল আরবি হাদিসটি পাঠ করি:

سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (الإمام الصادق) عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يَلْعَنُ فِي دُبُرِ كُلِّ مَكْتُوبَةٍ أَرْبَعَةً مِنَ الرِّجَالِ وَأَرْبَعًا مِنَ النِّسَاءِ: فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَمُعَاوِيَةَ – وَسَمَّاهُمْ – وَفُلَانَةَ وَفُلَانَةَ وَهِنْدَ وَأُمَّ الْحَكَمِ أُخْتَ مُعَاوِيَةَ

বাংলা অনুবাদ: আমরা আবা-আবদিল্লাহ (ইমাম জাফর সাদিক আলাইহিস সালাম)-কে শুনেছি যখন তিনি প্রতিটি ফরজ নামাজের পর চার পুরুষ এবং চার নারীর উপর লানত পাঠ করতেন: অমুক, অমুক, অমুক এবং মুয়াবিয়া — এবং তিনি তাঁদের নাম উচ্চারণ করতেন — এবং অমুক নারী, অমুক নারী, এবং হিন্দ এবং উম্মুল হাকাম (মুয়াবিয়ার বোন)।

রেফারেন্স:

• আল-কাফি, শাইখ আল-কুলাইনি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪২ • Al-Kafi by Al-Kulayni, Volume 3, Page 342 • Arabic: الكافي، الشيخ الكليني، الجزء ٣، الصفحة ٣٤٢

তাহযীব আল-আহকাম — আরও স্পষ্ট বর্ণনা

তাহযীব আল-আহকাম হলো শিয়া ফিকহের অন্যতম প্রামাণিক গ্রন্থ, যা শাইখ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল-তুসি (মৃত্যু: ৪৬০ হিজরি) সংকলন করেছেন। এই গ্রন্থের খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২১-এ আল-কাফির হাদিসটির আরও স্পষ্ট সংস্করণ রয়েছে, যেখানে 'তায়মি' এবং 'আদাবি' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

التَّيْمِيُّ، وَالْعَدَوِيُّ، وَفُلَانٌ، وَمُعَاوِيَةُ – وَسَمَّاهُمْ – وَفُلَانَةُ، وَفُلَانَةُ، وَهِنْدُ، وَأُمُّ الْحَكَمِ أُخْتُ مُعَاوِيَةَ

বাংলা অনুবাদ: তায়মি, আদাবি, অমুক, এবং মুয়াবিয়া — এবং তিনি তাঁদের নাম উচ্চারণ করতেন — এবং অমুক নারী, অমুক নারী, এবং হিন্দ এবং উম্মুল হাকাম (মুয়াবিয়ার বোন)।

রেফারেন্স:

• তাহযীব আল-আহকাম, শাইখ আল-তুসি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২১ • Tahdheeb-ul-Ahkam by Al-Tousi, Volume 2, Page 321 • Arabic: تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، الجزء ٢، الصفحة ٣٢١

'তায়মি' এবং 'আদাবি' — কোডেড নাম উন্মোচন

এখন প্রশ্ন জাগে: এই 'তায়মি', 'আদাবি' এবং 'অমুক' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? এবং কেন সরাসরি নাম না লিখে এই কোডেড ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে?

উত্তর সহজ এবং ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত:

১. তায়মি = আবু বকর ইবনে আবি কুহাফা (তিনি বনু তায়ম গোত্রের ছিলেন) **২. আদাবি** = ওমর ইবনুল খাত্তাব (তিনি বনু আদি গোত্রের ছিলেন) **৩. অমুক (তৃতীয়)** = উসমান ইবনে আফফান **৪. চতুর্থ** = মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান

এবং চার নারী:

১. প্রথম নারী = আয়িশা বিনতে আবু বকর **২. দ্বিতীয় নারী** = হাফসা বিনতে ওমর **৩. তৃতীয় নারী** = হিন্দ বিনতে উতবা (মুয়াবিয়ার মা, যিনি উহুদ যুদ্ধে হামজা (রা.)-এর কলিজা চিবিয়ে খেয়েছিলেন) **৪. চতুর্থ নারী** = উম্মুল হাকাম (মুয়াবিয়ার বোন)

📚 **রেফারেন্স:**

• Sheikh al-Habib's scholarly analysis: https://alhabib.org/en/did-the-imams-curse-their-enemies-by-name/

• Mahajjah Islamic research: https://mahajjah.com/2-pronouncements-of-the-shia-scholars/

তাকিয়্যা — জীবন রক্ষার জন্য সত্য গোপন

কিন্তু কেন এই কোডেড ভাষা? কেন সরাসরি নাম লেখা হয়নি? উত্তর: **তাকিয়্যা**। হাদিসে স্পষ্ট বলা আছে وَسَمَّاهُمْ *" (এবং তিনি তাঁদের নাম উচ্চারণ করতেন)*। এর অর্থ হলো, ইমাম জাফর সাদিক (আ.) নিজে সরাসরি হযরত আবু বকর, ওমর, উসমান, মুয়াবিয়া, আয়িশা এবং হাফসার নাম উচ্চারণ করতেন। কিন্তু হাদিস বর্ণনাকারীরা উমাইয়া এবং আব্বাসি খলিফাদের নিষ্ঠুর শাসনামলে বাস করতেন। যদি তাঁরা সরাসরি আবু বকর-ওমরের নাম লিখে লানত প্রকাশ করতেন, তাহলে তাঁদের হত্যা করা হতো, তাঁদের পরিবারকে নির্যাতন করা হতো, এবং এই মূল্যবান হাদিসগুলো চিরতরে হারিয়ে যেত। তাই তাঁরা কোডেড ভাষা ব্যবহার করেছেন — কিন্তু সাথে সাথে এই তথ্যও সংরক্ষণ করেছেন যে ইমাম নিজে স্পষ্ট নাম বলতেন।

দ্বিতীয় অংশ: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী — সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমের সাক্ষ্য

আয়িশার ঘর — ফিতনা ও শয়তানের শিং

এখন প্রশ্ন আসে: কেন আয়িশার উপর লানত? তিনি তো নবীর স্ত্রী ছিলেন। এর উত্তর দিতে আমাদের ফিরে যেতে হবে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে। এবং আশ্চর্যজনকভাবে, এই উত্তর সুন্নিদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত দুটি কিতাবে সংরক্ষিত আছে: সহিহ বুখারি এবং সহিহ মুসলিম।

সহিহ বুখারির বর্ণনা:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ، فَقَالَ: هُنَا الْفِتْنَةُ — ثَلَاثًا — مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

বাংলা অনুবাদ: আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত: নবী (সা.) খুতবা দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন এবং আয়িশার ঘরের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন: এখানে ফিতনা (বিশৃঙ্খলা), এখানে ফিতনা, এখানে ফিতনা — যেখান থেকে শয়তানের শিং উঠবে।

রেফারেন্স:

• সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩১০৪ • Sahih Bukhari, Hadith No. 3104 • অনলাইন: https://sunnah.com/bukhari:3104

সহিহ মুসলিমের বর্ণনা:

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ: رَأْسُ الْكُفْرِ مِنْ هَاهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

বাংলা অনুবাদ: নবী (সা.) আয়িশার ঘর থেকে বের হয়ে বললেন: কুফরের শীর্ষ এখান থেকে, যেখান থেকে শয়তানের শিং উঠবে।

রেফারেন্স:

• সহিহ মুসলিম, কিতাব আল-ফিতান, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২২৯ • Sahih Muslim, Arabic edition, Volume 4, Page 2229, Kitab al-Fitan • শিয়া রেফারেন্স: https://www.chiite.fr/en/hadith_06.html

শাইখ মোহাম্মদ বাকের কাযউইনির প্রশ্ন

আধুনিক শিয়া আলেম শাইখ সাইয়্যিদ মোহাম্মদ বাকের কাযউইনি তাঁর বিখ্যাত 'Our Prophet' সিরিজের ২০০ নম্বর এপিসোডে ('Examining A Disturbing Hadith About Ayesha's House') একটি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন করেছেন:

> *"যদি তোমাদের নিজেদের বুখারি এবং মুসলিম বলে যে আয়িশার ঘর থেকে ফিতনা বের হয়েছে, তাহলে আমি কেন তাঁর থেকে আমার দ্বীন গ্রহণ করব?"*

এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নেই। যদি সুন্নিদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত হাদিস গ্রন্থই বলে যে আয়িশার ঘর ছিল কুফর ও ফিতনার উৎস, তাহলে তাঁর বর্ণিত হাদিস কীভাবে নির্ভরযোগ্য হতে পারে?

📚 **রেফারেন্স:**

- YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Syphs-7pTGk
- Hyder.ai: https://www.hyder.ai/en/lecture/10693/en

তৃতীয় অংশ: জামাল যুদ্ধ — ভবিষ্যদ্বাণীর ভয়াবহ বাস্তবায়ন

হাওয়াবের কুকুর — আরেকটি সতর্কবার্তা

নবী (সা.) শুধু আয়িশার ঘর সম্পর্কেই ভবিষ্যদ্বাণী করেননি। তিনি আরও একটি নির্দিষ্ট সতর্কবাণী দিয়েছিলেন যা হাওয়াবের ঘটনায় বাস্তবায়িত হয়েছে:

> أَيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الْأَدْبَبِ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ

> *বাংলা অনুবাদ: তোমাদের মধ্যে কোন একজনের জন্য কী হবে যখন হাওয়াবের কুকুর তার উপর ঘেউ ঘেউ করবে?*

৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে, যখন আয়িশা বসরার দিকে সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন ইমাম আলি (আ.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, তখন হাওয়াব নামক স্থানে কুকুর তীব্রভাবে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। আয়িশা তখন উপলব্ধি করলেন এটি নবীর ভবিষ্যদ্বাণী। তিনি ফিরে যেতে চাইলেন, কিন্তু তালহা ও যুবায়ের ৫০ জন বেদুইনকে ঘুষ দিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করলেন যে এটি হাওয়াব নয়। এবং আয়িশা আবার অগ্রসর হলেন।

📚 **রেফারেন্স:**

• মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল, হাদিস নং ২৪৮৭১ • আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ইবনে কাসির, খণ্ড ৭ • আল-সিলসিলা আস-সহীহা, আল-আলবানি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৪৭

জামাল যুদ্ধ — ইসলামের প্রথম গৃহযুদ্ধ

৩৬ হিজরি, ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর — বসরার কাছে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক পক্ষে ছিলেন আমিরুল মুমিনীন ইমাম আলি (আ.) — যাঁকে মদিনার মুসলিমরা সর্বসম্মতিক্রমে খলিফা নির্বাচিত করেছিলেন। অন্য পক্ষে ছিলেন আয়িশা, তালহা এবং যুবায়ের — যাঁরা একটি উটের (জামাল) উপর বসে সেনাবাহিনী পরিচালনা করছিলেন।

এই যুদ্ধের ফলাফল:

• ১০,০০০ থেকে ৩০,০০০ মুসলিম শহীদ হন • ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম গৃহযুদ্ধ • কুরআনের সরাসর নির্দেশ লজ্ঘন: "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ" (তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান কর) • নবীর ভবিষ্যদ্বাণীর সরাসর বাস্তবায়ন

📚 **রেফারেন্স:**

- তারিখ আত-ত্বাবারি, খণ্ড ১৬ • আল-কামিল ফিত তারিখ, ইবনুল আসির, খণ্ড ৩
- Wikishia: https://en.wikishia.net/view/Battle_of_Jamal
- Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Camel

আয়িশার শত্রুতা — ইমাম আলি (আ.)-এর প্রতি

সুন্নি সূত্র নিজেই স্বীকার করে যে আয়িশা ইমাম আলি (আ.)-এর নাম উচ্চারণ করতে অপছন্দ করতেন। আল্লামা আইনি তাঁর উমদাতুল কারি গ্রন্থে লিখেছেন: *"আয়িশা আলি (আ.) সম্পর্কে ভালো কিছু উল্লেখ করতে পারতেন না।"*

এবং আরও ভয়াবহ: যখন ইমাম আলি (আ.)-এর শাহাদাতের খবর আয়িশার কাছে পৌঁছালো, তিনি আল্লাহর কাছে সিজদায় গিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। এটি তারিখ আত-ত্বাবারি, খণ্ড ১৭, পৃষ্ঠা ২২৪-এ বর্ণিত আছে।

সূরা তাহরীম: আল্লাহর সতর্কবাণী ও নবী–পরিবারের পরীক্ষার বাস্তবতা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের—যিনি হক ও বাতিলের মাঝে ফুরকান নাজিল করেছেন, এবং দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের উপর—যাঁরা কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা।

সম্পর্ক নয়, সত্যই মাপকাঠি

কুরআন কোনো আবেগী গ্রন্থ নয়—এটি সত্যের দলিল। এখানে সম্পর্ক রক্ষা করা হয় না, রক্ষা করা হয় হক।

নবীর পরিবারও এর ব্যতিক্রম নয়। বরং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—নবীর ঘরই কখনো কখনো সবচেয়ে বড় পরীক্ষার ক্ষেত্র হয়েছে।

সূরা তাহরীম সেই পরীক্ষার এক নির্মম, কিন্তু ন্যায়সংগত দলিল।

সূরা তাহরীম: যখন আল্লাহ নিজেই সতর্ক করেন

আল্লাহ তায়ালা সূরা তাহরীমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দুই স্ত্রীর উদ্দেশ্যে সরাসরি বলেন:

আরবি মূল আয়াত:

﴿ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ۞ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ﴾

বাংলা অনুবাদ:

"যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করো—কারণ **তোমাদের অন্তর সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে**। আর যদি তোমরা তাঁর (নবীর) বিরুদ্ধে পরস্পর সাহায্য করো, তাহলে জেনে রাখো: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাহায্যকারী, এবং জিবরাঈল ও মুমিনদের মধ্যে সৎকর্মশীলরা এবং তারপর ফেরেশতারাও তাঁর সহায়ক। যদি তিনি তোমাদের তালাক দেন, তবে তাঁর প্রতিপালক তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে **তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী** প্রদান করবেন।"

রেফারেন্স:

- আল-কুরআন, সূরা তাহরীম (৬৬): আয়াত ৪-৫

صَغَتْ (সাগাত) — অন্তরের বিচ্যুতি

এখানে ব্যবহৃত শব্দ **صَغَتْ** (সাগাত)—আরবি ভাষায় যার অর্থ:

- **কাত হয়ে যাওয়া**
- **সত্য থেকে হেলে পড়া**
- **হকের দিক থেকে সরে যাওয়া**

আরবি 'صَغَتْ' শব্দটি এসেছে 'صَغْو' থেকে। এটি কোনো সাধারণ ভর্ৎসনা নয়। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে **নৈতিক বিচ্যুতির ঘোষণা।**

এই আয়াত কাদের উদ্দেশ্যে? — সুন্নি ও শিয়া ঐকমত্য

এই আয়াতের প্রেক্ষাপট নিয়ে শিয়া–সুন্নি উভয় তাফসিরেই ঐকমত্য বিদ্যমান।

সুন্নি তাফসিরে:

তাফসিরে জালালাইন, **তাফসিরে ইবনে কাসির**, এবং **তাফসিরে তাবারি** — সবগুলোতেই স্পষ্ট করা হয়েছে যে এই আয়াত হযরত **আয়িশা ও হাফসাকে** লক্ষ্য করে নাজিল হয়েছিল, যখন তাঁরা রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে পারস্পরিক সহযোগিতায় জড়িয়ে পড়েন এবং তাঁর গোপন বিষয় প্রকাশ করেন।

রেফারেন্স:

- তাফসিরে জালালাইন, সূরা তাহরীম, আয়াত ৪
- তাফসিরে ইবনে কাসির, সূরা তাহরীম, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৭১
- তাফসিরে তাবারি, সূরা তাহরীম, খণ্ড ২৮, পৃষ্ঠা ১২০

শিয়া তাফসিরে:

তাফসির আল-কুম্মি এবং **তাফসির আল-মিযান** — এখানেও একই সিদ্ধান্ত—নবীর প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাঁদের অন্তরে বিচ্যুতি সৃষ্টি হয়েছিল।

রেফারেন্স:

- তাফসির আল-কুম্মি, আলি ইবনে ইবরাহিম আল-কুম্মি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৭৬-৩৭৭
- তাফসিরে আল-মিযান, আল্লামা তাবাতাবাঈ, খণ্ড ১৯, পৃষ্ঠা ৩৪২

ভাষা ভিন্ন, বিশ্লেষণ ভিন্ন—কিন্তু সিদ্ধান্ত এক।

ফিতনার উৎস: সহিহ বুখারির অস্বস্তিকর সাক্ষ্য

ইতিহাস শুধু কুরআনে সীমাবদ্ধ নয়। হাদিসও তার সাক্ষ্য বহন করে।

সহিহ বুখারিতে বর্ণিত আছে—নবী (সা.) এক খুতবার সময় আয়িশার ঘরের দিকে ইশারা করে তিনবার বলেন:

আরবি মূল পাঠ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ :قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ، فَقَالَ :هُنَا الْفِتْنَةُ — ثَلَاثًا — مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

বাংলা অনুবাদ:

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত: "নবী (সা.) খুতবা দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন এবং আয়িশার ঘরের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন: **'هُنَا الْفِتْنَةُ' — এখান থেকেই ফিতনা—যেখান থেকে শয়তানের শিং উদিত হবে।"**

রেফারেন্স:

- সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩১০৪
- https://sunnah.com/bukhari:3104
- সহিহ বুখারি, কিতাব আল-মানাকিব, বাব ২৫

এই বর্ণনা কোনো শিয়া সূত্র নয়। এটি সেই গ্রন্থ থেকে এসেছে, যাকে সুন্নি বিশ্ব সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মনে করে।

চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত: নূহ ও লূতের স্ত্রীগণ

এরপর আল্লাহ তায়ালা সূরা তাহরীমে এক ভয়াবহ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন:

আরবি মূল আয়াত:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ﴾

বাংলা অনুবাদ:

"আল্লাহ কাফিরদের জন্য **নূহ ও লূতের স্ত্রীদের** দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তারা আমার দুই সৎকর্মশীল বান্দার অধীনে ছিল, **কিন্তু তারা তাঁদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।** ফলে তাঁরা (নবীরা) আল্লাহর কাছ থেকে তাদের জন্য কোনো উপকার করতে পারেননি। এবং তাদের বলা হলো: **'ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ' — জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও প্রবেশ করো।"**

রেফারেন্স:

- আল-কুরআন, সূরা তাহরীম (৬৬): আয়াত ১০

এই দৃষ্টান্ত হঠাৎ আসেনি

এটি আগের সতর্কবাণীর নৈতিক পরিণতি। বার্তাটি স্পষ্ট:

১. নবীর স্ত্রী হওয়া মুক্তির নিশ্চয়তা নয়

২. বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্ককে বাতিল করে দেয়

৩. আনুগত্যই একমাত্র মানদণ্ড

নূহ (আ.) ও লূত (আ.)-এর স্ত্রীরা নবীর ঘরে থেকেও জাহান্নামের যোগ্য হয়েছে—কারণ তারা হকের পাশে দাঁড়ায়নি।

সুন্নি ও শিয়া তাফসিরের সাক্ষ্য

সুন্নি সূত্র থেকে:

ইমাম কুরতুবি এবং **ইমাম ইবনে কাসির** উভয়েই স্বীকার করেছেন যে এই আয়াতটি নবী (সা.)-এর দুই স্ত্রীর জন্য একটি কঠোর সতর্কবাণী ছিল এবং এটি তাঁদের বিশ্বাসঘাতকতার ইঙ্গিত করে।

রেফারেন্স:

- তাফসিরে কুরতুবি, খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ২০৬
- তাফসিরে ইবনে কাসির, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৭৩-১৭৪

শিয়া সূত্র থেকে:

আল্লামা মাজলিসি বিহার আল-আনওয়ারে উল্লেখ করেছেন যে এই আয়াতটি হযরত আয়িশা ও হাফসার জন্য একটি স্পষ্ট হুঁশিয়ারি ছিল এবং তাঁদের নূহ ও লূতের স্ত্রীদের সাথে তুলনা করা হয়েছে কারণ তাঁরাও তাঁদের নবী স্বামীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।

রেফারেন্স:

- বিহার আল-আনওয়ার, আল্লামা মাজলিসি, খণ্ড ২২, পৃষ্ঠা ২১৮-২২০
- তাফসির আল-মিযান, আল্লামা তাবাতাবাঈ, খণ্ড ১৯, পৃষ্ঠা ৩৫০

কুরআনের নৈতিক শিক্ষা

সূরা তাহরীম আমাদের একটি অস্বস্তিকর সত্য শেখায়:

- **ঈমান উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায় না।**
- **সম্পর্ক দিয়ে জান্নাত কেনা যায় না।**
- **হক্কের বিপক্ষে দাঁড়ালে নবীর ঘরও রক্ষা করে না।**

এই আয়াতগুলো ইতিহাস নয়—এগুলো আয়না। যে আয়নায় প্রতিটি যুগের মুসলমানকে নিজেকে দেখতে হবে।

সত্যের মুখোমুখি হওয়ার সাহস

এই আলোচনাতে আমরা যা প্রমাণ করেছি:

১. ইমাম জাফর সাদিক (আ.) প্রতিটি ফরজ নামাজের পর হযরত আবু বকর, ওমর, উসমান, মুয়াবিয়া, আয়িশা, হাফসা, হিন্দ এবং উম্মুল হাকামের উপর লানত পাঠ করতেন।
• এটি আল-কাফি (খণ্ড ৩, পৃ. ৩৪২) এবং তাহযীব আল-আহকাম (খণ্ড ২, পৃ. ৩২১)-এ সহিহ সনদে বর্ণিত।

২. রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেই আয়িশার ঘর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। • সহিহ বুখারি (৩১০৪) এবং সহিহ মুসলিম (খণ্ড ৪, পৃ. ২২২৯)-এ স্পষ্টভাবে বর্ণিত যে নবী (সা.) আয়িশার ঘরের দিকে ইশারা করে তিনবার বলেছিলেন: "এখানে ফিতনা, যেখান থেকে শয়তানের শিং উঠবে।"

৩. এই ভবিষ্যদ্বাণী জামাল যুদ্ধে ভয়াবহভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল। • আয়িশা ইমাম আলি (আ.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং ১০,০০০-৩০,০০০ মুসলিম শহীদ হন।

৪. শিয়া এবং সুন্নি উভয় সূত্রেই এই সত্য প্রমাণিত। • এটি শুধু শিয়া দাবি নয় — সুন্নিদের নিজেদের কিতাবেই এই সব ঘটনা বর্ণিত আছে।

শেষ কথা:

আয়াতুল্লাহ খামেনেই ফতওয়া দিয়েছেন যে আয়িশাকে গালি দেওয়া হারাম — কারণ তিনি নবীর স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তাঁর কর্মের সমালোচনা করা, তাঁর ঐতিহাসিক ভুলগুলো উল্লেখ করা, এবং তাঁর থেকে দ্বীন না নেওয়া — এটি শুধু বৈধ নয়, বরং আবশ্যক।
কারণ যে ঘর থেকে ফিতনা বের হয়েছে, যে ঘরকে নবী (সা.) নিজে কুফরের শীর্ষ এবং শয়তানের শিং-এর উৎস বলে চিহ্নিত করেছেন, সেই ঘর থেকে দ্বীন গ্রহণ করা — এটি কীভাবে যুক্তিসঙ্গত হতে পারে?
ইমাম জাফর সাদিক (আ.) যা করেছেন, সেটা ছিল সত্যকে সংরক্ষণ করার জন্য, প্রজন্মকে সতর্ক করার জন্য, এবং আহলে বাইতের পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য।

কুরআন আমাদের শেখায়:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।"

রেফারেন্স:

- আল-কুরআন, সূরা তাওবা (৯): আয়াত ১১৯

সত্যের সাথে থাকা মানে জনপ্রিয় হওয়া নয়। সত্যের সাথে থাকা মানে নিরাপদ থাকা নয়। সত্যের সাথে থাকা মানে—**প্রয়োজন হলে ইতিহাসের বিপরীতে দাঁড়ানো।**

দোয়া

اللَّهُمَّ!

হে আল্লাহ, আমাদেরকে সম্পর্কের মোহ থেকে মুক্ত করো, এবং হকের পাশে দাঁড়ানোর সাহস দাও। মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের ওসিলায় আমাদের অন্তরকে বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করো।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

সম্পূর্ণ তথ্যসূত্র এবং রেফারেন্স

শিয়া মূল সূত্র (আরবি):

১. আল-কাফি • লেখক: শাইখ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব আল-কুলাইনি (মৃত্যু: ৩২৯ হিজরি) • খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪২ • ইংরেজি: Al-Kafi by Al-Kulayni, Volume 3, Page 342 • আরবি: الكافي، الشيخ الكليني، الجزء ٣، الصفحة ٣٤٢ **২. তাহযীব আল-আহকাম** • লেখক: শাইখ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল-তুসি (মৃত্যু: ৪৬০ হিজরি) • খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২১ • ইংরেজি: Tahdheeb-ul-Ahkam by Al-Tousi, Volume 2, Page 321 • আরবি: تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، الجزء ٢، الصفحة ٣٢١ **৩. বিহার আল-আনওয়ার** • লেখক: আল্লামা মুহাম্মদ বাকের মজলিসি • খণ্ড ৩০ ও ৪৩

সুন্নি মূল সূত্র:

৪. সহিহ বুখারি • হাদিস নং ৩১০৪ • কিতাব আল-মাগাযি (যুদ্ধাভিযানের অধ্যায়) • অনলাইন: https://sunnah.com/bukhari:3104 **৫. সহিহ মুসলিম** • কিতাব আল-ফিতান ওয়া আশরাত আস-সা'আহ • আরবি সংস্করণ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২২৯ • ইংরেজি: Sahih Muslim, Book of Tribulations, Volume 4, Page 2229 **৬. মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল** • হাদিস নং ২৪৮৭১ (হাওয়াবের কুকুর সংক্রান্ত) **৭. তারিখ আত-ত্বাবারি** • লেখক: আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারির আত-তাবারি • খণ্ড ১৬ (জামাল যুদ্ধ), খণ্ড ১৭ (ইমাম আলির শাহাদাত) **৮. উমদাতুল কারি** • লেখক: আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি • খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৮১ **৯. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ** • লেখক: ইমাম ইবনে কাসির • খণ্ড ৭ **১০. আল-সিলসিলা আস-সহীহা** • লেখক: শাইখ আল-আলবানি • খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৪৭

শিয়া অনলাইন গবেষণা সূত্র:

১১. Sheikh al-Habib (আল-হাবিব) — বিস্তারিত বিশ্লেষণ • https://alhabib.org/en/did-the-imams-curse-their-enemies-by-name/ **১২. Chiite.fr — হাদিস সংকলন** • https://www.chiite.fr/en/hadith_06.html **১৩. শাইখ মোহাম্মদ বাকের কাযউইনি — 'Our Prophet' সিরিজ** • Episode 200: "Examining A Disturbing Hadith About Ayesha's House" • YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Syphs-7pTGk • Hyder.ai: https://www.hyder.ai/en/lecture/10693/en **১৪. Wikishia — জামাল যুদ্ধ** • https://en.wikishia.net/view/Battle_of_Jamal **১৫. Wikishia — আয়িশা** • https://en.wikishia.net/view/Aisha **১৬. Mahajjah — পণ্ডিত বিশ্লেষণ** • https://mahajjah.com/2-pronouncements-of-the-shia-scholars/ • https://mahajjah.com/misconception-fitnah-originated-from-aishas-house/ **১৭. ShiaChat Forum — আলোচনা** • https://www.shiachat.com/forum/topic/235012920-horn-of-satan-and-aisha-the-mother-of-fitna/ **১৮. Wikipedia — শিয়া দৃষ্টিকোণ** • https://en.wikipedia.org/wiki/Shia_view_of_Aisha

আয়াতুল্লাহ খামেনেইর ফতওয়া:

১৯. আয়াতুল্লাহ সাইয়্যিদ আলি খামেনেই • বিষয়: আয়িশাকে গালি দেওয়া হারাম, কিন্তু অপকর্মের সমালোচনা বৈধ • https://english.khamenei.ir/news/3905/

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَالْعَنْ أَعْدَاءَهُمْ أَجْمَعِينَ

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলি মুহাম্মাদ
ওয়া আজ্জিল ফারাজাহুম ওয়াল আন আ'দা-আহুম আজমাঈন